শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ।

কবি কালিদাসের হেঁয়ালী

ধাঁধাঁ আর ধাঁধাঁ

প্রকাশক ও লেখক—

শ্রীকৈলাশ চক্রবর্ত্তী

সাং ফুলিয়া, প্রফুল্লনগর

পোঃ বুঁইচা, জেলা নদীয়া

ভুল হইলে মার্জ্জনা করিবেন।

মূল্য—১০ পয়সা

প্রশ্ন—১

তিন অক্ষরের নাম তার সর্ব্বলোকে খায়।
প্রথম অক্ষর না থাকিলে লোকে মন্দ কয়॥
মধ্যম অক্ষর না থাকিলে নাক নড়বড় করে।
অন্তলোপে আহারেতে মুখ চুলকে মরে॥

প্রশ্ন—২

তিন অক্ষরের নাম তার সর্ব্বপাড়ী রয়।
মধ্যম অক্ষর কেটে দিলে হরিগুন গায়॥
প্রথম অক্ষর কেটে দিলে সর্ব্বলোকে খায়।
শেষ অক্ষর কেটে দিলে সবাইকে কামড়ায়॥

উত্তর—১) চুরি, ২) বিছানা।

প্রশ্ন—৩

তিন অক্ষরে নাম তার সর্ব্বলোকে খায়।
শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে বড় স্বাদ পায়॥
মধ্যম অক্ষর ছেড়ে দিলে মীনের বিনাশ।
প্রথম অক্ষর ঘুচাইলে হয় সর্ব্বনাশ॥

প্রশ্ন—৪

দুই অক্ষর নাম তার শুনে ভয় পাই।
প্রথমে আকার দিলে সর্ব্বলোকে খায়॥
শেষ অক্ষরে ত্রি যোগে হৃদয়েতে রাখি।
তারপরে তা দিলে আদরেতে ডাকি॥

প্রশ্ন—৫

দুই অক্ষরের নাম তার সর্ব্বলোকে জানি।
নিচেতে পুরুষ তার উপরে কামিনী॥
মুখেতে করিয়া গ্রাস উদরে চিবায়।
তাহার উচ্ছিষ্ট দেব দ্বিজগণে খায়॥

প্রশ্ন—৬

আহারে সুপথ্য অতি মিথ্যা কথা নয়।
তিন বর্ণের নাম তার করহ নির্ণয়॥
আদ্যক্ষর ঘুচাইলে লতাইয়া যায়।
শেষ বর্ণ না থাকিলে সমর বুঝায়॥

প্রশ্ন—৭

দেখ দেখ কাট কাট দেহ জোড়া জোড়া।
পিঠে তার চড়ে লোক নহে কিন্তু ঘোড়া॥
নির্জ্জীব শরীর কিন্তু খট খট করে।
একটা শিঙের শিং দেখ তার পরে॥

উত্তর—৩) আমড়া, ৪) যম, ৫) যাঁতা, ৬ পলতা, ৭) খড়ম।

প্রশ্ন—৮

আছে ফল আছে জল মাটি পাতা রস।
অনিল অনল জল তিনের পরশ॥
মুখে মুখে কয় কথা একবোল বলে।
না ডাকিলে রহে চুপ হাতে হাতে চলে॥

প্রশ্ন—৯

জীব নয় জন্তু নয় বুঝে দেখ ভাই।
যাইলে তাহার কাছে জীবন জুড়াই॥
হাত-পা হীন সে ধীরে ধীরে চলে।
বুঝে বল কে এমন আছে এ ভূতলে॥

প্রশ্ন—১০

উপর থেকে পড়লো ঘুড়ি, ঘুড়িতে ঘিরলো বাড়ী।
দরজা ভেঙ্গে ঘর পালাল, গৃহস্থের গলায় দড়ি॥

প্রশ্ন—১১

চামড়ার দেহ তার হাড় মাস নাই।
এদেশে ওদেশে ফিরে ওরা দুটি ভাই॥
পদানত পাই পায় লোকে তাই চড়ে।
রাগিলে উঠিয়া গিয়ে পিঠের উপর পড়ে॥

প্রশ্ন—১২

বাপে নাহি জন্ম দিল জন্ম দিল পরে।
যখন পুত্রের জন্ম হল মা ছিলেন না ঘরে॥
কেবা সেই জন্মদাতা কেবা সেই জন।
তাহার পিতার নামে পালায় শমন॥

উত্তর—৮) হুকো, ৯) ছায়া, ১০) জাল, ১১) জুতা, ১২) কুশ।

প্রশ্ন—১৩

দেখিতে বাঘের মত নহে সে শার্দ্দুল।
শিকারেতে সেই কিন্তু বাঘের সমতুল॥
গজেন্দ্র সমান গতি নহে করি বল।
রমণী সমাজে তার অতি সমাদর॥

প্রশ্ন—১৪

আড়ে দীর্ঘে চারিদিকে যে দিকেই কাটো।
ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় নাহি হয় খাটো॥
কাটিলে সকল বস্তু খাটো কিন্তু হয়।
এ দ্রব্য যত কাটো তত বড় হয়॥

প্রশ্ন—১৫

দ্রৌপদীর দর্প হরি করিবারে দূর।
যে ফলেতে কৈলা তার সে দর্পচূর॥
কালেতে অধিক জন্মে অল্প মূল্যে পাই।
কি ফল বলহ ভাই পাইলেই খাই॥

প্রশ্ন—১৬

জলেতে জন্মিয়া সে জল নষ্ট করে।
স্বভাবতঃ দুই শিং দুইদিকে ধরে॥
অঙ্গের উঠালে ছাল হয় রূপবান।
কিবা জাতি হয় তাহা বলহ ধীমান॥

প্রশ্ন—১৭

দুই বর্ণ গাত্রে বস্ত্র. এক অর্থে গাছ।
এক অর্থে বর্ষপূর্ণ. এক অর্থে মাছ॥

উত্তর—১৩; বিড়াল, ১৪) গর্ত্ত, ১৫) আম, ১৬) পানিফল, ১৭) শাল।

প্রশ্ন—১৮

মাতা পুত্রে উভয়েতে একস্থানে পুষে ।
সুপাস্ত না দেয় তারে কটুতায় তোষে ॥
যাহা দেও তাহা খায় করয়ে চর্ব্বন ।
সে সব উচ্ছিষ্ট খায় দেবতা ব্রাহ্মণ ॥

প্রশ্ন—১৯

দ্বি-ভূজা রমণী তার দশভূজা পতি ।
পঞ্চপুত্র হয় পতি নহে পঞ্চপতি ॥
পতির পিতার কোন পুত্র না হইল ।
কেবা সেই নারী হয় চিন্তা করি বল ॥

প্রশ্ন—২০

অঙ্গেতে কণ্টক বৃক্ষ সজারু সে নয় ।
পাইলে মনুষ্য গন্ধ তাহারে ছেদয় ॥
মধুর সৌরভ গন্ধ যত দূরে যায় ।
পাইয়া তাহারে লোকে অমনি ছেদয় ॥

প্রশ্ন—২১

আশ্চর্য্য দেখ ভাই বিধির বিড়ম্বন ।
স্ত্রী-পুরুষ কভু তারা না করে সঙ্গম ॥
তথাচ তাহার বংশ ক্রমে বৃদ্ধি পায় ।
দেখিলে তাহাদের চমকে উঠে কায় ॥

প্রশ্ন—২২

জল মধ্যে জন্ম তার জল মধ্যে রয় ।
পুত্র শোক নাহি তার সর্ব্বলোকে কয় ॥
চক্ষু না মুদি যায় নিদ্রা বিধির সৃজন ।
জানে বুঝ ভাবু কতে কে আছে এমন ॥

উত্তর—১৮) শিল-নোড়া, ১৯) দ্রৌপদী, ২০) কাঁঠাল, ২১) ময়ূর, ২২) মাছ ।

প্রশ্ন—২৩

সুচ সম মাথা তার করাত সম ধার।
কেশহীন মস্তক উপরে জটাভার॥
যোগী ঋষি নহে কিন্তু গায়ে মাখে ছাই।
বুঝহ পণ্ডিত তাহা সংকেতে জানাই॥

কেয়াফুল

প্রশ্ন—২৪

রজনীতে জন্ম তার দিবসে মরণ।
বিনা শ্রমে শূন্য পথে করয়ে ভ্রমণ॥
ক্ষণে দর্শন হয় ক্ষণে অদর্শন।
আলোতে পড়িলে সবে বলে অলক্ষণ॥

জোনাকী

প্রশ্ন—২৫

রমণীগণের বল হেন কিবা আছে।
প্রকাশিয়া বলি ভাই শোন মম কাছে॥
সকলে দেখিতে তাহা অনায়াসে পায়।
স্বামী তার নাহি দেখে বুঝে উঠা দায়॥

বিধবা

প্রশ্ন—২৬

নাই তাই খাচ্ছ থাকলে কোথায় পেতে।
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে॥

লেজকাটা গরু

প্রশ্ন—২৭

মাংসের শিং মাংসের পর। মুখে তোর পিঠে ঘর॥

শামুক

প্রশ্ন—২৮

জন্ম ধলা কর্ম কালা কোমরে গুড় গুড়ে হার।
লাফ দিয়ে শিকার করে ঊর্দ্ধে লাঙ্গুল তার॥

আল

প্রশ্ন—২৯

মুখের নিকট পাই তুমি খাও আমি খাই।
খেয়ে নাহি পেট ভরে বাড়ে ক্ষুধা কি বালাই॥

চুম্বন

প্রশ্ন—৩০

ভোঁ-ভোঁ শব্দ করে ভোমরা সে নয়।
গলায় পৈঁতা বামুন নয়॥

প্রশ্ন—৩১

একটুখানি ঘরে চুণ কাম করে।
এমন মিস্ত্রী নাই যে ভেঙ্গে গড়ে॥

প্রশ্ন—৩২

হাঁপি হাঁপি হাঁপি, দুই পা দিয়ে চাপি॥

প্রশ্ন—৩৩

বুক আছে পিট আছে হাত দুইখান।
মাথা নাই মুখ নাই লোকে গিলে খান॥

প্রশ্ন—৩৪

আক্কেল বিলের কাতল মাছ পদ্ম বিলের পাতা।
কোন শাস্ত্রে লেখা আছে ফলের আগায় পাতা॥

প্রশ্ন—৩৫

সবাকার ধরে শিরে নাহি ধরে কেশে।
হাত-পা নাই তার ধরে সে কিসে॥

প্রশ্ন—৩৬

পাখা নাই উড়ে যায়, মুখ নাই ডাকে।
বুক ফেটে আলো ছুটে কান ফাটে হাঁকে॥

প্রশ্ন—৩৭

পাঁচ জোয়ানে তুলে মাটি বত্রিশ জোয়ানের ঘাড়ে।
কোথাকার এক বুড়ি এসে ফেললো অন্ধকারে॥

উত্তর—৩০) চরকা, ৩১) ডিম, ৩২ মই, ৩৩) জামা,
৩৪) আনারস, ৩৫) মাথাধরা, ৩৬) মেঘ,
৩৭) ভাত খাওয়া।

প্রশ্ন - ৩৮

আকাশ থেকে পড়ল থাল, থাল দম দম করে।
বৃন্দাবনে আগুন ধরল্যো কে ঠেকাতে পারে ॥

প্রশ্ন—৩৯

সতত গোপনে থাকে কিন্তু নারী নয়।
রবি কর তাপে ম্লান হয় অতিশয় ॥
যৌবনে নাটক রস এ আশ্চর্য্য অতি।
বৃদ্ধকালে হয় সে পূর্ণ রসবতী ॥

প্রশ্ন—৪০

কাঠের গরুটি দেখ মাটির বাছুর।
নাট নাই দুগ্ধ তার অন্যায় প্রচুর ॥
বল দেখি একি রূপ অপরূপ ধাঁধাঁ।
গরুর গলায় কিন্তু বাছুরটি বাঁধা ॥

প্রশ্ন—৪১

এটির মধ্যে শুটি দিয়ে মাগ ভাতারে রইলো শুয়ে।
বাইরেতে ছিল যারা ঠেলাঠেলি করে তারা ॥
কহে কবি কৈলাশ ভাব বসে বার মাস

প্রশ্ন—৪২

দেখে এলাম বীর-গরের হাটে।
আট-পা দুই খুর শির তার পিঠে ॥

প্রশ্ন—৪৩

উঠতে পক্ষী ঝুমুর ঝুমুর নামতে পক্ষী ধোঁধাঁ।
আহার করতে গেল পক্ষী লেজ থাকলো বাঁধা ॥

উত্তর—৩৮) সূর্য্য, ৩৯ পান, ৪০) খেজুর গাছ, ৪১) শিল (দরজা), ৪২। দাঁড়ি, ৪৩) জাল।

— ঃ সমাপ্ত ঃ —

ইমাপ্রেস—রাণাঘাট।